এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা / সংখ্যা ১৫৩ / এপ্রিল-জুন ২০২৪ / রেজি নং-২৪-৮৭

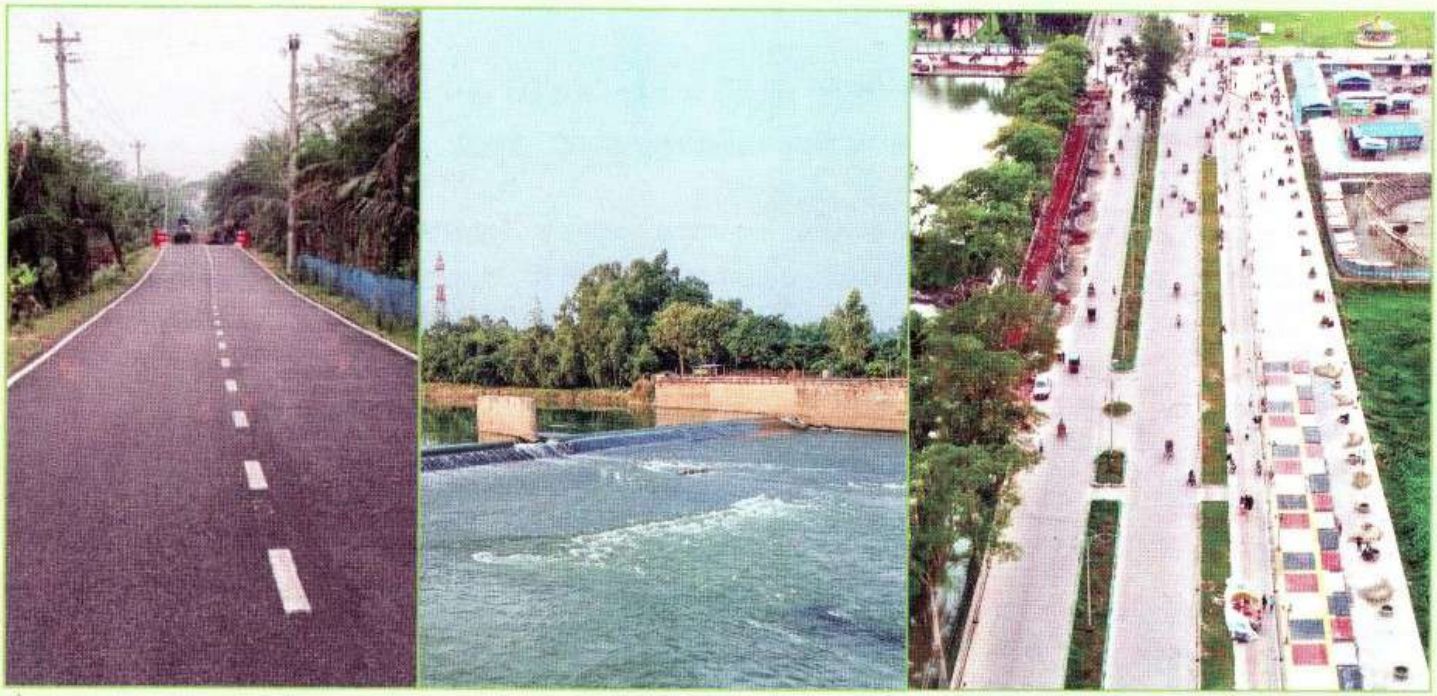

বাগেরহাট জেলার রক্ষণাবেক্ষণকৃত সড়ক; দিনাজপুরে এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাবার ড্যাম; পটুয়াখালী পৌরসভায় নির্মিত চার লেন সড়ক

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর
এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির ধারাবাহিক সাফল্য

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ধারাবাহিক সাফল্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এলজিইডির কার্যক্রমের ভৌত অগ্রগতি ছিল শতকরা ৯৮.২৩ ভাগ এবং আর্থিক ৯৮ ভাগ (অবমুক্তির ভিত্তিতে)। এ অর্থবছরে এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত মোট এডিপি বরাদ্দ ছিল ২১,৯৫১.৩০ কোটি টাকা, যার মধ্যে অবমুক্ত হয়েছে ২১,৫৯৮.৬২ কোটি টাকা। যারমধ্যে এলজিইডি ২১,২০৪.১৩ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। মোট ১৩১টি প্রকল্পের অনুকূলে এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা হলো ৯১, নগর সেক্টরে ৩৫ এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে ৪টি এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ সেক্টরে ১টি। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে রাজস্ব খাতের বরাদ্দ ছিল শতকরা ৭৭.৭২ ভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থায়ন ছিল শতকরা ২২.২৮ ভাগ। এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির সাফল্যের পেছনে কাজ করছে মূলত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এলজিইডি দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জনবলের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। কর্মঅভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলজিইডির পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের বেশকিছু মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব এলজিইডিকে প্রদান করেছে। এলজিইডি বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে পল্লি ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে এলজিইডির কার্যক্রম জাতীয় অগ্রগতি অর্জনে বিশেষ অবদান রাখছে। এলজিইডি জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল এবং পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে জলবায়ু সহনশীল টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। এলজিইডির প্রকল্প মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন (পিএমএন্ডই) ইউনিট নিয়মিত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করছে। এ ইউনিটের আওতায় রয়েছে ২০টি পরিদর্শক দল। তিন সদস্য বিশিষ্ট এ পরিদর্শক দল নিয়মিত নির্ধারিত এলাকার কাজগুলো পরিদর্শন করে পিএমএন্ডই ইউনিটে প্রতিবেদন জমা দিয়ে থাকে, যা পর্যালোচনা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত পাঁচ বছরের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এলজিইডির অনুকূলে প্রতিবছর মূল এডিপির তুলনায় সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ বাড়ছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে যে এডিপি বরাদ্দ রাখা হয় তার একটি বড় অংশ থাকে এলজিইডির অনুকূলে। এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এডিপি বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র নজির স্থাপন করেছে।

সম্পাদকীয়

এলজিইডি কার্যক্রম দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক সূচকের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখছে

এলজিইডি দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। এলজিইডির মূল লক্ষ্য পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টর উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করা। সূচনালগ্নে এলজিইডি গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার উন্নয়নে কার্যক্রম শুরু করলেও পরবর্তীতে তা নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে সম্প্রসারিত হয়।

পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এলজিইডি দেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। এলজিইডি দেশজুড়ে শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এর ফলে যাতায়াতের গতিশীলতা বেড়েছে। দেশের ৮৮ শতাংশ মানুষ এখন আধ ঘণ্টার মধ্যে এলজিইডি নির্মিত সারা বছর চলাচল উপযোগী পাকা সড়কে উঠতে পারে। রাজধানী থেকে দেশের যেকোনো প্রান্তে এখন দিনের মধ্যে মানুষ যাতায়াত করতে পারছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ মানুষ যাতে উন্নত সড়ক সুবিধা পায় সে লক্ষ্যে এলজিইডি কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ সড়ক ও সেতু/কালভার্ট ছাড়াও এলজিইডি গ্রোথসেন্টার, গ্রামীণ হাটবাজারসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করছে।

এ বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্ক ও অবকাঠামো নির্মাণের ফলে মানুষ স্বল্পসময়ে ও স্বল্পখরচে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারছে। কৃষক উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাত করতে পারছে। এ সড়ক নেটওয়ার্ক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ সকল আর্থসামাজিক সূচকে বিশেষ মাত্রা যোগ করে চলেছে। সড়কে চলাচলের গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যাতায়াতের এ গতি সার্বিক জীবনযাত্রার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পেশাজীবীদের অর্থনৈতিক তৎপরতা বেড়েছে। জনগণের মধ্যে জীবনমান পরিবর্তনে স্বপ্নের জাগরণ ঘটেছে।

এলজিইডি নগর পরিচালন ব্যবস্থার মান উন্নয়নে দেশের প্রায় সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা নাগরিক পরিষেবার মান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। নগর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পৌরসভার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এলজিইডির কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। যুগপৎভাবে, এলজিইডি নগর দারিদ্র্য হ্রাস, নাগরিক সেবা সহজিকরণে, রাজস্ব সংগ্রহ ডিজিটালাইজড করতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহকে সহায়তা দিয়ে আসছে।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯-এর আলোকে এলজিইডি এক হাজার হেক্টর কমান্ড এরিয়ার মধ্যে বন্যা ব্যবস্থাপনা এবং সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও সেচ সুবিধা প্রদানের ফলে কৃষিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য চাষে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে। এলজিইডির বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ হাওর অঞ্চলের কৃষি ও মৎস্য চাষে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে, যা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকাও রাখছে। জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু এবং পরিবেশের ওপর ফেলেছে ইতিবাচক প্রভাব।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশে প্রতিবছর নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে। এলজিইডি উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষার জন্য বহুমুখী সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করছে, যাতে দুর্যোগের সময় মানুষ নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিতে পারে। এ সকল অবকাঠামো সারাবছর শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করেছে। এলজিইডি জেন্ডার সমতা, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার, জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডির সার্বিক কার্যক্রম দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক সকল সূচকের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডিতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর সাথে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২৬ জুন ২০২৪। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীবৃন্দ, প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ এবং জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর শেষে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের হাতে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র হস্তান্তর করেন।

গাজীপুর শ্রীপুর উপজেলায় নির্মিত এলজিইডির সেতু

প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস
দোহার উপজেলায় প্রতিস্থাপিত ৬০ মিটার আরসিসি গার্ডার সেতু যোগাযোগে এনেছে অভূতপূর্ব গতি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেসের মাধ্যমে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে জলবায়ুসহিষ্ণু উপায়ে সেতু প্রতিস্থাপন, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছে। এ প্রোগ্রামের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সেতুসমূহের প্রতিস্থাপন, সক্ষমতা উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের স্থায়িত্ব বাড়ানো এবং সড়কে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা। একই সঙ্গে, সেতু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এ প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গত ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর এ প্রোগ্রাম শুরু হয়। এ প্রোগ্রামের অধীন দেশের ৬১টি জেলায় ১,৫১০টি প্যাকেজের আওতায় ৩,৭৮১টি স্কিম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ পর্যন্ত কাজের ভৌত অগ্রগতি শতকরা ৬৫.৩৪ ভাগ এবং আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ৫১.৬৫ ভাগ। প্রোগ্রামটি ডিসেম্বর ২০২৫-এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় ৬০ মিটার আরসিসি গার্ডার সেতু প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেতুটি জয়পাড়া, মাঝিরচর বাজার, কুতুবপুর, দেবীনগর, কুলছড়ি, কাজীরচর সড়কের শেষ পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করেছে। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিধি মেনে শ্রমিকেরা নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করেছে। ফলে নির্মাণ ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, নারী-পুরুষ শ্রমিকদের জন্য আলাদা স্যানিটেশন সুবিধা, বিশ্রামকক্ষ, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

পূর্বে সেতুটি নাজুক হয়ে পড়ায় যোগাযোগ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। এ কারণে যাতায়াত, পণ্য পরিবহন, স্বাস্থ্য-শিক্ষা সেবাসহ সার্বিক যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল। সেতুটি প্রতিস্থাপনে যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক গতি ফিরে এসেছে।

এছাড়া উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য সহজে, স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে বাজারজাতকরণ করতে পারছে। সেতুটি আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃজেলা যোগাযোগ গতিশীল করছে।

ইফাদ ভাইস প্রেসিডেন্ট নীলফামারী জেলার টিটিসিতে (কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) নারীদের ফর্কলিফটিং প্রশিক্ষণ প্রত্যক্ষ করছেন

প্রভাতীর কার্যক্রম পরিদর্শন করে গেলেন ইফাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট

ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর অ্যাগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট(ইফাদ)-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. জেরার্ডিন মুকেশিমানা গত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ এক বিশেষ সফরে এলজিইডির অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) প্রকল্পের নীলফামারী জেলার বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এই সফরের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের প্রভাব এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।

পরিদর্শনে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রভাতী প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আনিসুল ওহাব খান এবং নীলফামারী জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ ফিরোজ হাসান, ইফাদ এশিয়া ও প্যাসিফিক বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক রেহানা রিফাত রেজা, ভাইস প্রেসিডেন্টের সিনিয়র উপদেষ্টা স্টেফানি মিকলেফ এবং ইফাদ বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আরনউড হ্যামেলিয়ার্স সঙ্গে ছিলেন।

প্রতিনিধি দল শুরুতে নীলফামারী জেলার কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)-এ যুবকদের জন্য আয়োজিত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকেন্দ্র ঘুরে দেখেন। এ সময় পরিদর্শন দল কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

একইসময়, পরিদর্শন দল ডিমলার টুনিরহাট সংলগ্ন কলোনীবাজার এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রে জেন্ডার অ্যাকশন লার্নিং সিস্টেম (গালস)-প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন। গালস দম্পতিদের তাঁদের 'ভিশন' অনুযায়ী পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, প্রাপ্তি এবং প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হন।

এরপর তাঁরা ভাটিয়াপাড়ায় গালস দম্পতিদের দুটি পরিবার পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতিতে পরিদর্শন দল সন্তোষ প্রকাশ করে।

গাজীপুর জেলা এলজিইডির উন্নয়ন কার্যক্রম

গাজীপুর জেলায় কাপাশিয়া উপজেলার তরগাঁও ইউনিয়ন-হেড কোয়ার্টার দরদরিয়া বাজার সড়ক

গাজীপুর জেলার এলজিইডি এর আওতায় কাপাসিয়া উপজেলাধীন বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবোকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত) এর আওতায় তরগাঁও ইউনিয়ন-হেড কোয়ার্টার দরদরিয়া বাজার রোড (চেইঃ ৩৪৩০-৫০০০ মিঃ) সড়ক উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সড়কটি উন্নয়ন হওয়ায় গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার তরগাঁও ইউনিয়নের মানুষ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছেন। এ ছাড়া ধান, ভূট্টা, শাকসবজি ও মাছ কম খরচে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করাসহ কাপাসিয়া উপজেলায় কৃষি ও মৎস্য খাতে বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

আরইআরএমপি-৩ কর্মসূচির মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন

আরইআরএমপি-৩: গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে এলজিইডির এক সফল উদ্যোগ

পল্লি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সরকারের গৃহীত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচি এগিয়ে নিতে এলজিইডি বাস্তবায়ন করছে পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৩ (আরইআরএমপি-৩)। আরইআরএমপি'র মূল লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ সড়কসমূহ সারাবছর চলাচলের উপযোগী রাখতে রক্ষণাবেক্ষণ রাখা। পাশাপাশি উৎপাদনমুখী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অসহায় ও দুস্থ নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। আরইআরএমপি-৩-এর আওতায় দেশের ৬৪টি জেলার ৪,৪৪৬টি ইউনিয়নে ১০ জন করে মোট ৪৪,৪৬০ জন দুস্থ নারীর জন্য পাঁচ বছরমেয়াদী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারীশ্রমিকেরা প্রতি ইউনিয়নে ২০ কিলোমিটার করে দেশব্যাপী ৮৮,৯২০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রত্যেক নারীশ্রমিককে দৈনিক ২৫০ টাকা করে মজুরি দেওয়া হয়। দৈনিক মজুরি থেকে ৮০ টাকা সঞ্চয় হিসাবে আবশ্যিকভাবে জমা রাখা হয়। মেয়াদ শেষে একজন নারীশ্রমিকের সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় এক লক্ষ ষোল হাজার আটশত টাকা। সঞ্চিত এ অর্থ দিয়ে একজন নারীশ্রমিক সুবিধামত আয়বর্ধক কাজ করতে পারবেন। এতে গ্রামীণ দুস্থ নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের পথ তৈরি হবে। ইতোমধ্যে সঞ্চয়কৃত অর্থ বিনিয়োগ করে অনেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

এ কর্মসূচির আওতায় নিয়োজিত সচেতনতা বাড়াতে এবং সুবিধাজনক আত্মকর্মসংস্থানের জন্য এলজিইডি কর্তৃক নিয়োজিত ১৪টি স্থানীয় এনজিও দ্বারা বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া কর্মসূচির শেষ বছরে ২০২৩-২০২৪-এ উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন দপ্তরের (পশু, কৃষি, মাছ ও সমাজকল্যাণ) বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের সহায়তায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক হিসাবরক্ষণ, বাড়ির আঙ্গিনায় শাকসবজি চাষ, মাশরুম চাষ ছাড়াও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ যেমন- হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষ, গরু-ছাগল পালন বিষয়ে নারীকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ইতোমধ্যে এ কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। গত ২০ মে ২০২৪ এ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর এলজিইডিতে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় দেশের দুস্থ, অসহায় ও হতদরিদ্র গ্রামীণ নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক গতিশীলতা আনয়ন এবং পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে এ কর্মসূচি প্রশংসনীয় উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ কর্মসূচির তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয় জুলাই ২০১৯ সালের এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় মাটিকাটা নদীর ওপর ৯০ মিটার পিএসসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

শ্রীপুর উপজেলার কাওরাইদ ইউপিসি-লালপুকুরপাড় বাজার-শিমুলতলী বাজার সড়কে ৯০ মিটার পিএসসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

গাজীপুর জেলার বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবোকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)-এর আওতায় শ্রীপুর উপজেলায় ৯০ মিটার একটি সেতুর উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সেতুটি হওয়ার পূর্বে দুই পাড়ের মানুষ নৌকায় যাতায়াত করতো। সেতুটি নির্মিত হওয়ায় গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার লালপুকুরপাড় বাজার ভায়া শিমুলতলী বাজার এর দুই পাড়ের মানুষ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারছেন। সেতুটি সংযোগ সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে ধান, ভুট্টা, শাকসবজি ও মাছ কম খরচে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করছে নারীশ্রমিকেরা

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার বুড়িরহাট জিসি হতে কাকিনা সড়ক পরিদর্শন করছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন

এলজিইডি রংপুর কর্তৃক গঙ্গাচড়া উপজেলার বুড়িরহাট জিসি হতে কাকিনা আরএইচডি সড়কের পূনর্বাসন

রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার বুড়িরহাট জিসি হতে কাকিনা আরএইচডি সড়কটি জেলার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক। প্রায় ১৩ কিলোমিটা দীর্ঘ এই সড়কটি শুধুমাত্র রংপুর জেলা নয়, একইসাথে লালমনিরহাট জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজীকরণে অসামান্য অবদান রাখছে। প্রমত্তা তিস্তা নদীর ওপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ৮৫০ মিটার গঙ্গাচড়া তিস্তা সেতু এই সড়কে অবস্থিত। লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় অবস্থিত বুড়িমারী স্থলবন্দর উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান স্থলবন্দর। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্ববহ এই বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত মালামালবাহী ও বন্দর ব্যবহারকারী যাত্রীবাহী যানবাহন, রংপুর জেলা হয়ে সারা দেশব্যাপী যাতায়াত করার জন্য প্রধান বিকল্প পথ হিসেবে ভূমিকা রাখে সড়কটি। এই পথে বুড়িমারী স্থলবন্দর যাতায়াতে প্রায় ৪০ কিলোমিটার কম দুরত্ব অতিক্রম করতে হয়। ফলশ্রুতিতে পরিবহনে সময় ও জ্বালানী সাশ্রয় হয়েছে। এই সড়কে আমদানীকৃত পাথর, অন্যান্য মালামাল ও যাত্রীবাহী যানবাহনের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা মাথায় রেখে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এলজিইডি রংপুর কর্তৃক "গ্রামীন সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ" এর আওতায় অধিকতর ভারবাহী ও টেকসই ডিজাইনে সড়কটিকে সংস্কার করা হয়। সড়কটি সংস্কারের ফলে রংপুর ও লালমনিরহাট জেলা তথা অত্র অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

এলজিইডি রংপুর কর্তৃক নির্মিত গঙ্গাচড়া উপজেলার বুড়িরহাট জিসি হতে কাকিনা আরএইচডি সড়ক

আইইউজিআইপি'র আওতায় উন্নীত মহিলা কল্যাণ সমিতি ভায়া অর্তমানব মসজিদ থেকে কুমিলাটিলা আবাসন গেট সড়ক ও ড্রেন

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উন্নীত সড়ক খাগড়াছড়ি পৌরসভায় চলাচলে এনেছে গতিশীলতা

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর আওতায় খাগড়াছড়ি পৌরসভায় ১৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের কাজ চলমান রয়েছে। এপ্রিল-জুন ২০২৪ পর্যন্ত এ কাজের ভৌত অগ্রগতি হলো শতকরা ৬৪ ভাগ। সড়ক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের ফলে জনগণ স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারছেন। শিক্ষার্থীরা সহজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে পারছে। অন্যান্য আর্থসামাজিক সূচকেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সড়কের পাশে ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে নির্মাণ করা হচ্ছে ফুটপাত, বসানো হচ্ছে সড়কবাতি ও সড়ক নিরাপত্তা উপকরণ। পরিকল্পিত সড়ক উন্নয়নের ফলে যানজট কমেছে। গতিশীলতা এসেছে ব্যবসা-বাণিজ্যে। পণ্য পরিবহনে সময় ও খরচ কমেছে। চেঙ্গী নদীর দৃষ্টিনন্দন অংশে পর্যটকরা সহজে যেতে পারছেন। তৈরি হয়েছে পর্যটনশিল্প বিকাশের নতুন সম্ভাবনা। নতুন নতুন দোকান ও রেস্টুরেন্ট বসছে যা স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। সড়ক উন্নয়নের ফলে সরাসরি উপকার পাচ্ছেন প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষ। বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং ফ্রান্স এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট (এএফডি)-এর অর্থায়নে সড়ক উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১০ পৃষ্ঠার পর

বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযানে তাদের নিজ নিজ এলাকায় জনগণ ও নিজ পরিবারে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অধিক দায়িত্বশীল হতে পারবে। মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব বোঝাসহ টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বেশি বেশি গাছ লাগানো। সর্বোপরি সবার হাতে হাত রেখে কাজ করতে এখনই দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে, তাহলেই সুস্থ পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

প্রশিক্ষণগুলোতে তিনটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নব্বই জন সাংবাদিক ও ১৬টি কলেজের ৩'শ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ সভার সভাপতিত্ব করেন ভোলা, বরগুনা ও সাতক্ষীরা জেলার এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীগণ।

অবসরে গেলেন এলজিইডির এক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোহাঃ রেজাউল করিম ৫ জুন ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে গেলেন। তিনি ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোহাঃ রেজাউল করিম ১৯৬৫ সালের ৫ জুন কুষ্টিয়া জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম ১০ মে ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবিতে রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম ১৯৬৫ সালের ১০ মে গাইবান্ধা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহন চাকমা ২১ মে ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোহন চাকমা ১৯৯২ সালের ২৬ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সহকারী প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোহন চাকমা ১৯৬৫ সালের ২১ মে রাঙ্গামাটি জেলায় এক সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ২৮ জুন ২০২৪ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবিতে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রকৌশলী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৬৫ সালের ২৮ জুন পটুয়াখালী জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়নে একাধিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

শেষ পৃষ্ঠার পর

এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১ ব্যাচে ৪৭৬ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল ৩৩:৬৭।

যুগপৎভাবে, এপ্রিল-জুন ২০২৪ মেয়াদে প্রকল্পভুক্ত ৫টি পৌরসভায় অনলাইনভিত্তিক কার্যকর রাজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। পৌরসভাগুলো হলো মধুপুর, গোয়ালন্দ, ফরিদগঞ্জ, দাগনভূঁইয়া এবং নজিপুর।

এ অনলাইনভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ৫ ব্যাচে ৩০ জন ব্যবহারকারীকে আইসিটি বিষয়ক অনজব প্রশিক্ষণ প্রদান কর হয়। অ্যাসেসর, অ্যাসিসটেন্ট অ্যাসেসর, কালেক্টর, অ্যাসিসটেন্ট কালেক্টর, লাইসেন্স ইন্সপেক্টর এবং সহকারী লাইসেন্স ইন্সপেক্টর এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণগুলো ছিল অংশগ্রহণমূলক। প্রশিক্ষণার্থীগণ সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহের ওপর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন, যা গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক-প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ-পরবর্তী মূল্যায়নে প্রশিক্ষণসমূহের মান ও কার্যকারিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন। কুমিল্লা, ফরিদপুর, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত এলজিইডির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এসব প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন।

আইইউজিআইপি দেশের ৮৮টি (এর মধ্যে ২৫টি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ আওতাভুক্ত) পৌরসভায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের লক্ষ্য, পরিকল্পনা অনুযায়ী, টেকসই নগরায়ণ, নগর পরিচালন ব্যবস্থা, মানবসম্পদ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা।

জুলাই ২০২৩-এ শুরু হওয়া প্রকল্পটি জুন ২০২৮ মেয়াদে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং ফ্রান্স এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট (এএফডি)।

মোহাম্মদখানী সেচ উপ-প্রকল্পে কৃষি জমিতে ফসলের সমারোহ

মোহাম্মদখানী সেচ উপ-প্রকল্পের আরসিসি ওপেন ক্যানেল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মোহাম্মদখানী এলাকায় এলজিইডির টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রায় এক হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে ফসলের সমারোহ গড়ে তুলেছে। এখানে এলজিইডি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় ধান, গম, আম ও শাকসবজিসহ নানান ফসলের উৎপাদনও বেড়েছে। ফলে কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে। পাশাপাশি পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় এবং সেচ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় আরসিসি সাম্পস সম্প্রসারণ, ১টি আরসিসি ওভার হেড ট্যাংক এবং ২ হাজার ৩৬০ মিটার ইউপিভিসি বারিড পাইপ সিস্টেম ও ৩ হাজার ৮৫০ মিটার আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মাণ করা হয়েছে। চলতি ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখ্য, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মোহাম্মদখানী সেচ উপ-প্রকল্প ২০০৬ সালে এসএসডব্লিউআরডিএসপি-২ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই উপ-প্রকল্পটির মাধ্যমে ১৩ হাজার ২১০ মিটার আরসিসি ওপেন ক্যানেলসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। কৃষি কাজের জন্য স্থানীয় কৃষকরা এই পাকা ক্যানেলের সাথে প্রায় ৫ হাজার মিটার কাঁচা শাখা ক্যানে তৈরি করে সেচ কাজ করতেন। পুরাতন আরসিসি লাইন দীর্ঘদিন মেরামত না করায় এর বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একইসঙ্গে কাঁচা ক্যানেলে পানির অপচয় বাড়তে থাকে। এতে পানি ও বিদ্যুতের অপচয় হতো। এই কাঁচা ক্যানেলগুলো পাকা এবং পুরাতন আরসিসি ক্যানেল মেরামত করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপ-প্রকল্পটির সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয় এলজিইডি। এলজিইডির আওতাধীন টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে অতিরিক্ত ১৫০ হেক্টর আবাদি এলাকা বেড়েছে। আগের এক ফসলি জমি বর্তমানে দুই/তিন ফসলি জমিতে উন্নীত হয়েছে।

উপ-প্রকল্পের আওতায় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর টেকসই পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গঠিত মোহাম্মদখানী সেচ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেডের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১ হাজার ৫১ জন, এরমধ্যে পুরুষ ৭৫১ ও নারী ৩০০ জন। এখানে সদস্যরা নানান প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা পেয়েছেন। তাঁদের অনেকেই নানান উদ্যোগ নিয়ে আয়বৃদ্ধি করে স্বাবলম্বি হয়েছেন।

মোহাম্মদখানী সেচ উপ-প্রকল্পে নদীর পাড়ে সাম্প ও ওভার হেড ট্যাংক

পরিশ্রমে সুখের সংসার গড়েছেন রাশিদা

নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার জামিরাকান্দা গ্রামের অতি দরিদ্র গৃহিনী রাশিদা আক্তার কঠোর পরিশ্রম করে পরিবারে স্বচ্ছলতা আনতে সফল হয়েছেন। তিনি এখন নিজ এলাকায় অনুসরণীয় এক কর্মজীবী নারী। অথচ গত ৭ বছর আগেও পরিবারে প্রতিদিন খাবার জুটতো না। বড় সংসারে সন্তানদের নিয়ে চরম কষ্টে দিনযাপন করতে হতো। দুঃখ-কষ্টের সেইসব দিন এখন নেই। সাহস ও পরিশ্রমে রাশিদা সুখের সংসার গড়ে তুলেছেন। রাশিদার পরিবারে সুখ গড়ে দিতে প্রকৃত বন্ধুর মতো পাশে থেকেছে এলজিইডির হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।

রাশিদার স্বামী মোঃ মোস্তফা কৃষি শ্রমিক। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার মধ্যদিয়ে জীবনযাপন করার মতো পারিবারিক কৃষিজমি বা অন্যান্য সম্পদ নেই তাঁর। যার কারণে সংসারে অভাব অনটন ছিলো নিত্যদিনের সঙ্গি। এমন একটি পরিবারে বিয়ে হয় রাশিদার। দাম্পত্য জীবনে পরিবার পরিকল্পনার অভাবে তাঁদের পরিবারে সদস্য বেড়ে যায়।

একইসঙ্গে বাড়তে থাকে অভাব। রাশিদার অভাবের সংসারে জন্ম নেয় সাত সন্তান। পরিবারে মোট ৯ জন সদস্যের এক বেলার খাবারের জোগান দিতেই হিমশিম খাচ্ছিলেন রাশিদার স্বামী। এমন সময় রাশিদা নিজে কিছু করে সন্তানদের অন্তত দুই বেলা খাবার দেবার চিন্তায় কাজ খুঁজছিলেন। চরম টেনশনের দিনে হঠাৎ তিনি হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের মাঠ কর্মীদের দেখা পান। সেইসঙ্গে রাশিদা কষ্টের জীবনের উল্টোপিঠ সুখের দেখা পান।

২০১৭ সালের জুন মাসে রাশিদা হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের হোগলা জলমহালের পদমাই কানিগাং অংশের ব্যবহারকারীদের দলে যুক্ত হন। সংগঠনে যোগ দিয়ে তিনি প্রথমে সাংগঠনিক কাজ শেখেন। দ্রুত সময়ে তিনি দল ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনের হিসাব সংরক্ষণ কাজে দক্ষতা দেখান। এরপর বিলে প্রাকৃতিক মাছ চাষ, বিপনন এবং বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন।

বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প হতে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয় তাঁকে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সুবিধা পেয়ে শুরু করেন গরু মোটাতাজাকরণ। শুরুতে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে একটি গরু কিনেন। এতে সফলতা আসে। বছর বছর গরু বিক্রি করে পরিবারে উপার্জন বাড়তে থাকে।

অপরদিকে বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের সদস্য হিসেবে তাঁর আয় ও সঞ্চয় বাড়ে। এরমধ্যে জমি বন্ধক নিয়ে ধান চাষ শুরু করেন। পাশাপাশি বাড়ির আঙ্গিনায় বিভিন্ন সবজির চাষ করে পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে কিছু বিক্রি করেও আর্থিক ভাবে লাভবান হন। রাশিদা গৃহস্থালি কাজের উচ্ছিষ্ট ব্যবহার করে জৈব সার উৎপাদন করেন। পরিশ্রম করে নানান কাজের মাধ্যমে আয় বাড়ান প্রতিবছর।

বর্তমানে রাশিদার স্বামীও তাঁর সাথে কাজ করেন। এরমধ্যে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। বড় ছেলেকে মুদির দোকান করে দিয়েছেন। দুই ছেলে স্কুলে যাচ্ছে। বাড়িতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করেছেন। সংগঠনেও রাশিদার গুরুত্ব ও মর্যাদা বেড়েছে। নিজ এলাকায় তিনি আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে পরিচিত। তিনি এলাকায় নারীদের সচেতন করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। নিজ ইউনিয়নে তিনি নারী নেত্রী হিসেবেও পরিচিত।

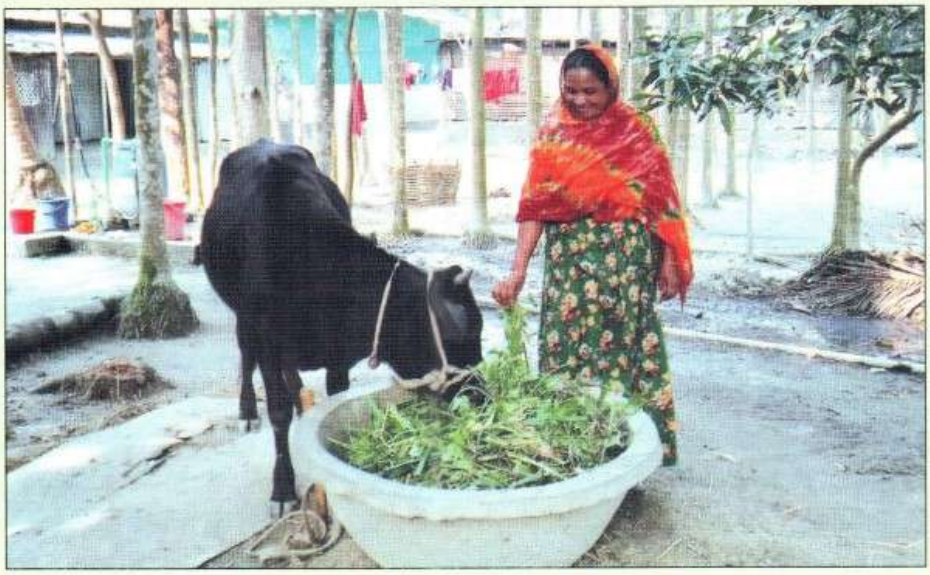

জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন

বুয়েটের আইডব্লিউএফএম আয়োজিত এলজিইডির প্রকৌশলীদের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকৌশলীদের জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, ডিজাইন ও বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ডেটা ডাউনলোডিং, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণে সার্মথ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) এর ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্টে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। গত ২৫ মে থেকে শুরু হয়ে ৮ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ কক্ষে তৃতীয় ও শেষ ব্যাচের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন। এসময় অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাকিম ও ক্রিম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বুয়েট-আইডব্লিউএফএম-এর পরিচালক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আসাদ হুসেন, প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স-পরিচালক প্রফেসর ড. শাহজাহান মন্ডল আইডিসি ক্রিলিকের টিম লিডার ড. ডান বুম উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে তিনটি ব্যাচে এলজিইডির বিভিন্ন পর্যায়ের ৬০ জন প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাকিমসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ভোলা, বরগুনা ও সাতক্ষীরায় সাংবাদিক ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এলজিইডি-ক্রিলিকের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ১৫-১৬ মে ভোলা, ১৯-২০ মে বরগুনা এবং ৫-৬ জুন সাতক্ষীরা জেলায় এলজিইডির সভাকক্ষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর 'জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (ক্রিম)' এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক) আয়োজিত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিক ও লেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণগুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাকিম, এলজিইডি বরিশাল বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম, পটুয়াখালী অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মহির উদ্দিন সেখ এবং ক্রিম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ নাজমুল হাসান চৌধুরী।

ভোলা জেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ উদ্বোধনকালে উদ্বোধনীপর্বে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক মোঃ আব্দুল হাকিম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সত্যিকার তথ্য তুলে ধরতে পারার জন্য এ প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকতার মৌলিক দিকগুলো যদি জানা থাকে তাহলে জলবায়ু বিষয়ক তথ্য সাংবাদিকরা জাতির কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবে। তিনি জলবায়ু সহিষ্ণুতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে গৃহীত পদক্ষেপ ও ক্রিলিক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা দেন। তিনি আরও বলেন, আগামীর বিশ্বে জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে টিকে থাকতে আমাদের এখনই নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।

বরগুনা জেলায় ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ উদ্বোধনকালে এলজিইডি বরিশাল বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম এসময় বলেন, এই প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান দক্ষতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আগাম প্রস্তুতি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন,

এরপর পৃষ্ঠা-০৬

ইলেক্ট্রিশিয়ানদের জন্য আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন

এপ্রিল-জুন ২০২৪ মেয়াদে এলজিইডি কর্তৃক মানব সম্পদ উন্নয়নে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ একটি চলমান ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, ও আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো হয়। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা,ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটানো, তার কাজ সর্বোত্তমভাবে সম্পাদনে তাকে প্রস্তুত করা ও তার নিকট থেকে সবচেয়ে বেশি ফল অর্জন। সামাজিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে এলজিইডি'র আওতাধীন কাজসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি সর্বদা কাজ করে আসছে। এ লক্ষ্যে প্রতি বছর এলজিইডি একটি বার্ষিক প্রশিক্ষণ পঞ্জিকা প্রস্তুত করে যার ভিত্তিতে সারা বছর রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চলতি অর্থবছরে এপ্রিল-জুন/২০২৪ পর্যন্ত মোট ১,১০৭ জন এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। রাজস্ব বাজেটের আওতায় উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ হলো ওরিয়েন্টেশন কোর্স। উক্ত বাজেটের আওতায় এপ্রিল-জুন/২০২৪ মেয়াদে নবনিযুক্ত ১১৯ জন (পুরুষ ৯৫ জন এবং নারী ২৪ জন) অফিস সহকারীকে ১ দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্স প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে নবনিযুক্ত ৬১ জন (পুরুষ ৫৬ জন এবং নারী ৫ জন) সারভেয়ার, ১৭০ জন কম্পিউটার অপারেটরকে (পুরুষ ১৫৬ জন এবং নারী ১৪ জন), ৬৭ জন ইলেক্ট্রিশিয়ান (পুরুষ ৬৬ জন এবং নারী ১ জন), অফিস সাপোর্ট স্টাফ ৭২ জন (পুরুষ ৫৮ জন এবং নারী ১৪ জন), নৈশ প্রহরী ১৫৬ জন (পুরুষ ১৫০ জন এবং নারী ৬ জন)সহ মোট ৮০২ জনকে ১ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। এই কোর্স এ সংক্ষিপ্তভাবে এলজিইডির বিবর্তন, কার্যপরিধি সম্পর্কে সার্বিক ধারণা দেওয়া হয়। এলজিইডি'র নিজস্ব প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন দিয়ে এসব কোর্স পরিচালিত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কোর্সসমূহ হলো উপসহকারী প্রকৌশলীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, কোয়ালিটি কন্ট্রোল-১ (সয়েল, এগ্রিগেট এবং এগ্রিগেট টেস্ট), কোয়ালিটি কন্ট্রোল-২ (সিমেন্ট, কংক্রিট এবং বিটুমিন টেস্ট, কোয়ালিটি কন্ট্রোল-৬, (সাব সয়েল ইনভেস্টিগেশন), রোড মাইন্টেনেন্স এবং রোড সেফটি, কোয়ালিটি কন্ট্রোল (পিএসসি ও আর্চ ব্রিজ, এমএসসি ওয়াল), কন্সট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল (সড়ক ও সেতু), ই-জিপি এবং এফআইএমএস কোর্স ইত্যাদি।

বিভিন্ন পৌরসভার মেয়রদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত JMIIP কর্তৃক বাস্তবায়িত নতুন বাংলাদেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ৫ মে, ২০২৪ এ অনুষ্ঠিত হয়। এতে রিসোর্স পারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন A2i (ICT Division) এর বিশেষজ্ঞ আনজুম নিশাত এবং ইউএনডিপি'র প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ মাহবুবুর রহমান। অবকাঠামোর গুণগত মান ও স্থায়িত্বের জন্য নিয়োজিত নির্মাণ শ্রমিকের দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে অবকাঠামোগত কাজের চাহিদার তুলনায় দক্ষ নির্মাণ শ্রমিকের অভাব রয়েছে এবং তা পূরণের লক্ষ্যে এলজিইডি গাজীপুরে ১১ মার্চ ২০২৩ সালে 'নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সড়ক নির্মাণ কাজে নিয়োজিত নির্মাণ শ্রমিকদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এতে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের গতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এপ্রিল-জুন ২০২৪ মেয়াদের সড়ক নির্মাণ শ্রমিকদের মোট চারটি ব্যাচে ২০ জন করে সর্বমোট ৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের তত্ত্বাবধানে এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রভাতী প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি'র অবকাঠামো নির্মাণে জড়িত শ্রমিকদের যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। গাজীপুরে 'নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে' প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রধান প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কারিগরি ও সামাজিক বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা, আদর্শ, মূল্যবোধ তৈরি, দুর্নীতি প্রতিরোধ, পেশাদারিত্ব আচরণ বৃদ্ধিকল্পে চারটি ব্যাচে উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের জন্য গজারিয়াস্থ' ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ কেন্দ্রে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে মোট ১২০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এই সব কোর্স প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুলার ব্রিজ প্রকল্পের অর্থায়নে করা হয়।

প্রশিক্ষণ কাঙ্খিত সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি, ব্যক্তি মানুষের ব্যবহার ও আচরণ সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। অমিত সম্ভাবনার এই দেশকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন এবং দক্ষতায় অভিষিক্ত করা আগামী বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রকৃত যাত্রাপথ।

গাজীপুরে 'নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে' প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ

গত ২৫ জুন ২০২৪ পৌরসভার প্রকৌশলীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ সহিদুল ইসলাম

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়নে একাধিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

নগর পরিচালন ব্যবস্থায় পৌরসভার সক্ষমতা বাড়ানো, উন্নতর এবং টেকসই সেবা পৌর নাগরিকদের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় এপ্রিল-জুন ২০২৪ মেয়াদে পৌরসভার আইন ও বিধি, পৌরসভার বাজেট প্রণয়ন, আইসিটি, জেন্ডার সমতা কৌশল বাস্তবায়ন এবং পৌরসভার নিম্নআয় এলাকা উন্নয়ন কার্যক্রম বিষয়ে ৬২ ব্যাচ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে ১,৯৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন এবং অংশগ্রহণকারী নারী-পুরুষ অনুপাত ছিল ৩৫:৬৫ শতাংশ।

পৌরসভার আইন ও বিধি বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের উদ্দেশ্য ছিল পৌরসভার আইন ও বিধি বিষয়ে মেয়র ও কাউন্সিলরদের অবহিত করা এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে দক্ষ করে গড়ে তোলা। ২১ ব্যাচে ৬৩ পৌরসভা ৭২১ জন এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন, নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল ২২:৭৮ শতাংশ।

পৌরসভার বাজেট প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সরকার (পৌরসভা আইন ২০০৯)-এর আলোকে পৌরসভার বাজেট প্রণয়নে দায়িত্ব, কার্যবিধি, কার্যপ্রণালী ও আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সম্যক ধারণা দেওয়া এবং দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলা। পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণ এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রকল্পভুক্ত ৬৩ পৌরসভার জন্য ১৭ ব্যাচে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে ৭৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন, যেখানে নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল ২২:৭৮ শতাংশ।

পৌর এলাকায় বসবাসরত নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা সুচারুভাবে বাস্তবায়নে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পভুক্ত ৬৩টি পৌরসভার মধ্যে ৩৮টি পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, শহর লেভেল সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)'র সদস্য, পৌর কর্মকর্তা এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েটের অংশগ্রহণে ৮ ব্যাচে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে যেখানে ২৬১ জন অংশ নেন, প্রশিক্ষণে নারী-পুরুষের অনুপাত ছিল ৩৬:৬৪।

পৌরসভার নিম্নআয় এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জীবনমানের গুণগত পরিবর্তনে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ জন্য পৌরসভার নিম্নআয় এলাকা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা-০৭

পারকালুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন

সদ্যসমাপ্তকৃত পারকালুপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার দুর্লভপুর ইউনিয়নের পারকালুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়টির নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি নির্মাণ করেছে। দৃষ্টিনন্দন তিনতলা বিদ্যালয় অবকাঠামোতে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণি কক্ষ, টয়লেট ও প্রধান শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষকদের পৃথক কক্ষ রয়েছে। এলাকাবাসীরা আশা করছেন বিদ্যালয়ের আরামদায়ক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটবে।

উপদেষ্টা: মোঃ আলি আখতার হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, **সম্পাদক :** গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd